গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৯-৮০৩ তারিখ- ০৬.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবির (৪০১৪০), সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্থোসার্জারী, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবির (৪০১৪০), সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্থোসার্জারী, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ (১) কলেজের একাডেমিক কর্মকান্ডে প্রায়শ বাধা সৃষ্টি করেন। বহিরাগতের যোগসাজশে কলেজের কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি করেন। হাসপাতালের কতিপয় কর্মচারীর সহিত যোগসাজোশ করে মেডিকেল কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন, (২) ক্লাশ, সেমিনার, ওয়ার্ড ও ওটিতে কর্মকালিন সময়ে অধ্যক্ষ ও কলেজের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সমালোচনা করেন। অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করেন, মাঝে মাঝে সরাসরি সর্বসন্মুখে অধ্যক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেন যা দৃষ্টিকটু ও কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষকদের সহিত প্রায়শ দূর্ব্যবহার করেন। সিনিয়র শিক্ষকদের সম্মান করেন না, (৩) সরকারী কর্মকালিন সময়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে অপারেশন করে থাকেন এবং (৪) যত্রতত্র সত্যায়িত করে থাকেন। একই ব্যক্তিকে জাল নামে পাসপোর্ট প্রাপ্তির সহায়তার জন্য আপনার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০(দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবির (৪০১৪০)
সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্থোসার্জারী
শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৯-৮০৩/১(৫) তারিখ- ০৬.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। অধ্যক্ষ, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি আপনি ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবির (৪০১৪০), সহযোগী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), অর্থোসার্জারী, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ (১) কলেজের একাডেমিক কর্মকান্ডে প্রায়শ বাধা সৃষ্টি করেন। বহিরাগতের যোগসাজশে কলেজের কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি করেন। হাসপাতালের কতিপয় কর্মচারীর সহিত যোগসাজোশ করে মেডিকেল কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন, (২) ক্লাশ, সেমিনার, ওয়ার্ড ও ওটিতে কর্মকালিন সময়ে অধ্যক্ষ ও কলেজের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সমালোচনা করেন। অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করেন, মাঝে মাঝে সরাসরি সর্বসন্মুখে অধ্যক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেন যা দৃষ্টিকটু ও কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষকদের সহিত প্রায়শ দূর্ব্যবহার করেন। সিনিয়র শিক্ষকদের সম্মান করেন না, (৩) সরকারী কর্মকালিন সময়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে অপারেশন করে থাকেন এবং (৪) যত্রতত্র সত্যায়িত করে থাকেন। একই ব্যক্তিকে জাল নামে পাসপোর্ট প্রাপ্তির সহায়তার জন্য আপনার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

০৬/০১/১৯

(মোঃ আসাঁদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৯-৪০৪

তারিখ-২৬.০২.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩), সহকারী সার্জন, প্রেষণে- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩), সহকারী সার্জন, প্রেষণে- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি নং-৬৮৪/১৮ জনাব মোঃ সাগর এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গুরুতর অসুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও গত ০৯.০২.২০১৮ ও ১৪.০২.২০১৮ তারিখে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করেন, ঢাকা মেডিকল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে হাজতি মোঃ সাগর তার স্ত্রীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক ব্যবসা করেন এবং এ বিষয়ে গত ১০.০৩.২০১৮ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'কারাগারে বসেই হাজতির ইয়াবা ব্যবসা' শিরোনামে ০১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়';

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৬/২/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩),
সহকারী সার্জন, প্রেষণে- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ)

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৯-৪০৪/১(৫)

তারিখ-২৬.০২.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃঃ আঃ-উপসচিব (কারা-১ শাখা)।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

২৬/২/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩), সহকারী সার্জন, প্রেষণে- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি নং-৬৮৪/১৮ জনাব মোঃ সাগর এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গুরুতর অসুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও গত ০৯.০২.২০১৮ ও ১৪.০২.২০১৮ তারিখে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করেন, ঢাকা মেডিকল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে হাজতি মোঃ সাগর তার স্ত্রীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক ব্যবসা করেন এবং এ বিষয়ে গত ১০.০৩.২০১৮ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'কারাগারে বসেই হাজতির ইয়াবা ব্যবসা' শিরোনামে ০১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব